গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
www.archaeology.gov.bd
director_general@archaeology.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৩.২৩.০০০০.১২২.২২.০০১.২২

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৪ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, Antiquites Act-1968 এর ধারা ৮ এর ২ উপধারায় বর্ণিত রয়েছে "প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত মহাপরিচালক স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ চাঁদা ও দান করা গঠিত তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।'' আইনে উল্লেখিত ধারা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ''প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত স্পন্সর সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা বা দান গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করে জনমত সংগ্রহের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.archaeology.gov.bd তে প্রকাশ করা হ'ল।

০২। উক্ত প্রস্তাবিত নীতিমালা **"প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ ও ব্যবহার নীতিমালা, ২০২২"**-এর খসড়া বিষয়ে কোন মতামত ও পরামর্শ থাকলে লিখিতভাবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখাতে ডাকযোগে কিংবা director_general@archaeology.gov.bd ইমেইলে আগামী ৩০ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

২৪/৩/২০২২

(মোঃ আমিরুজ্জামান)
উপপরিচালক (প্রত্ন:)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

Draft

"প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ ও ব্যবহার নীতিমালা, ২০২২"

পটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহ্য সুরক্ষার বিষয়েসুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে The Antiquities Act,1968 (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) প্রণীত হয়।

উক্ত Act এর 31 ধারার ১ উপধারার বিধান মোতাবেক ৩-৭-১৯৮৬ তারিখে The Antiquities Preservation Rules, 1986 প্রণীত হয়। কিন্তু বিধিমালায় The Antiquities Act, 1968 এর ধারা ৮ এর ২ উপধারা মোতাবেক, "The Director (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১১-০৮-২০০৮ তারিখের অফিস আদেশ নং-সম/সওবা-২(৭) অধিশাখা/সবিম-৪/২০০১-১১০ এর পরিপ্রেক্ষিতে) Replaced by Director General may receive voluntary contributions and donations for the acquisition, preservation or restoration of antiquities and may make suitable arrangements for the management and application of the fund created by such contributions and donations: provided that when a contribution or donation has been made for any specified purpose, it shall not be applied to any purpose other than that for which it has been made" সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই।

এক্ষণে "প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ,সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ ও ব্যবহার নীতিমালা,২০২২" প্রণয়ন করা অতীব জরুরী।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই নীতিমালা "প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ ও ব্যবহার নীতিমালা,২০২২" নামে অভিহিত হইবে;

(২) এই নীতিমালা বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পরিচালিত সকল প্রত্নস্থান ও জাদুঘরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(৩) সরকার ভবিষ্যতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই নীতিমালার অধিক্ষেত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

২। **সংজ্ঞা।**—এই নীতিমালায়, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি না থাকিলে,—

(১) আইন বলিতে The Antiquities Act,1968 (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) বুঝাইবে;

(২) সরকার বলিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(৩) অধিদপ্তর বলিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে বুঝাইবে;

(৪) মহাপরিচালক বলিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বুঝাইবে;

(৫) প্রত্নস্থান ও জাদুঘর বলিতে গেজেট বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ঘোষিত এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত প্রত্নস্থান ও জাদুঘরকে বুঝাইবে;

(৬) তহবিল বলিতে এই নীতিমালার আওতায় গঠিত তহবিল বুঝাইবে;

(৭) কমিটি বলিতে এই বিধিমালার আওতায় গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি বুঝাইবে;

(৮) প্রতিষ্ঠান বলিতে অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

৩। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।**—

(১) The Antiquities Act,1968 (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) এর ধারা ৮ এর ২ উপধারা সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা;

(২) প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ ও ব্যবহার;

(৩) গঠিত তহবিল এই নীতিমালার ৭ নং ধারাতে উল্লিখিত কমিটির মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।

৪। চাঁদা সংগ্রহ ।—(১) চাঁদা,অনুদান,দান এর পরিমাণ যাহাই হউক না কেন,সংশ্লিষ্ট প্রত্নসম্পদের উপর দেয় সরকারি, বেসরকারি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত বা দেয় চাঁদা,অনুদান, দান প্রদানকারীর নিঃশর্ত এবং অফেরতযোগ্য দান বলে গণ্য হইবে।

(২) চাঁদা, অনুদান, দান এর অর্থ গৃহীত/ প্রাপ্তির স্বপক্ষে অধিদপ্তর হইতে লিখিতভাবে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদানকরা হইবে।

৫। সেবা গ্রহণ।---কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরকে বিশেষ সেবা (কারিগরি, পরামর্শ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) সরাসরি প্রদান করিতে পারিবে। সেক্ষেত্রে উক্ত সেবার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উপর বর্তাইবে।

৬। তহবিল গঠন ও ব্যবহার।---(১) চাঁদা,অনুদান,দান হিসেবে গৃহীত সকল অর্থ 'প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরূদ্ধারের তহবিল' নামে সরকারি তফসিলী ব্যাংকে চলতি হিসাবে জমা থাকিবে। উক্ত হিসাব মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও উপপরিচালক (প্রত্নসম্পদ), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে;

(২) সংগৃহীত চাঁদা, অনুদান,দান যে বিশেষ উদ্দেশ্যে গৃহীত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে। উক্ত উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার পর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকিলে সরকারের অনুমতিক্রমে অন্য কোন প্রত্নস্থাপনা, প্রত্নস্থল বা প্রত্নসম্পদের অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ, পুনরূদ্ধারের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে;

(৩) একটি একক প্রত্নসম্পদ, প্রত্নস্থল, প্রত্নস্থাপনার সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুনরূদ্ধারের ক্ষেত্রে গৃহীত অর্থ, চাঁদা, দানের পরিমাণ এক কোটি টাকার কম হইলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিয়া মহাপরিচালক এ অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন। তবে চাঁদার পরিমাণ এক কোটি টাকার অধিক হইলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যয় করা যাইবে;

(৪) প্রত্যেক অর্থবছর শেষে প্রাপ্ত তহবিলের আয়-ব্যয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে;

(৫) প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (Corporate Social Responsibility) থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 'প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' (Corporate Social Responsibility) ব্যবহার নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে। তবে উভয় প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলে, এই নীতিমালায় বর্ণিত নীতি প্রাধান্য পাইবে;

৭। কমিটি গঠন।— স্বচ্ছভাবে এই নীতিমালা বাস্তবায়নের স্বার্থে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে:

(১) স্টিয়ারিং কমিটি: অনুদানের অর্থের পরিমাণ এক কোটি টাকার উর্ধ্বে হইলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অর্থ ব্যয়ের জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করিতে পারিবে;

(২) বাস্তবায়ন কমিটি: মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারির সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিতে পারিবে;

(৩) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি: সংগৃহীত ও ব্যয়িত অর্থের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের জন্য মহাপরিচালক একটি নিরীক্ষা কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং

(৪) মূল্যায়ন কমিটি: এই নীতিমালার অধীনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করিবার জন্য মহাপরিচালক একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিতে পারিবে। যাহার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রদান করিতে হইবে।

৮। সমঝোতা স্বাক্ষর।— ব্যক্তি, দাতা, প্রতিষ্ঠান হইতে দান, অনুদান বা চাঁদা গ্রহণের পূর্বে, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, দাতা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যাইতে পারে।

৯। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে মহাপরিচালক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পরা মর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।